পবিত্র কোরআনে হুদ (আ:) ও আ'দ জাতির ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হুদ (আ:) ও আ'দ জাতির ঘটনা-৩"**

আ'দ ছিলো আরবের প্রাচীনতম জাতি। আরবের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে এদের কাহিনী প্রচলিত ছিল। ছোট ছোট শিশুরাও তাদের নাম জানতো। তাদের অতীত কালের প্রভাব প্রতিপত্তি ও গৌরব-গাঁথা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। এরপর তাদের নাম-নিশানা মুছে যাওয়াটাও প্রবাদের রূপ নিয়েছিল। তাদের এ বিপুল পরিচিতির কারণেই "আদি" শব্দটি আরবী ভাষায় ব্যবহার হয় প্রাচীন ও পুরাতন জিনিসের জন্য। প্রাচীন ধংসাবশেষকেও "আদিয়াত" বলা হয়। আরবি কবিতায় এ জাতির নামের ব্যবহার প্রচুর পাওয়া যায়।

এদের বাসস্থান ছিল "আহকাফ" এলাকা। হিজাজ, ইয়ামান ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী "রাবয়ুল খালীর" দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখান থেকে অগ্রসর হয়ে আ'দ জাতি ইয়ামনের পশ্চিম সমুদ্রোপকূল এবং ওমান ও হাজরা মাউত থেকে ইরাক পর্যন্ত নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিস্তৃত করেছিল। হাজরা মউতের এক জায়গায় হুদ (আ:) এর একটি কবরও পরিচিতি লাভ করেছে। আ'দ জাতিকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করে দিয়েছিলন তাদের কুকর্মের জন্য। এদেরকে প্রথম আ'দ বলা হয়। হুদ (আ:) এর সাথে যাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়েছিলেন তাদেরকে দ্বিতীয় আ'দ বলা হয়। তারা ছিলেন হুদ (আ:) অনুসারী।

১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে James R Wellsted ইংরেজ নৌসেনাপতি "হিসনে গুরারে" একটি পুরাতন স্মৃতি ফলকের সন্ধান লাভ করেন। স্মৃতি ফলকটি হজরত ঈসা (আ:) এর জন্মের ১৮ শত বছর পূর্বের মনে করা হচ্ছে। এ স্মৃতি ফলকে লেখা এটা প্রমাণ করে যে, এই এলাকায় হজরত হুদ ও আ'দ জাতির বাসস্থান ছিল। স্মৃতি ফলকের লেখা নিম্নরূপ:

"আমরা সুদীর্ঘকাল এই দুর্গে এমন অবস্থায় অতিবাহিত করেছিলাম যখন অভাব অনটন আমাদের জীবন থেকে ছিলো অনেক দূরে। আমাদের খালগুলো নদীর পানিতে ভরে থাকতো এবং আমাদের শাসকগন এমন ধরণের বাদশাহ ছিলেন, যারা ছিলেন অসৎ চিন্তা মুক্ত এবং দুস্কৃতিকারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী প্রতি কঠোর মনোভাবাপন্ন। তারা হুদের শরীয়ত অনুযায়ী আমাদের উপর শাসনকার্য পরিচালনা করতেন এবং উত্তম ফয়সালা সমূহ একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করে নিতেন। আমরা মুজিযা ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান রাখতাম।"

প্রাচীন প্রথম আ'দ (যাদের ধ্বংস করা হয়েছিল), তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মেনে নিতো, কিন্তু তার (আল্লাহর) সাথে শরীক করতো। কাউকে "বৃষ্টির" দেবতা, কাউকে "বায়ুর" দেবতা, কাউকে "ধনসম্পদ" দেবতা, কাউকে "রোগের" দেবতা ইত্যাদিকে আল্লাহর সাথে শরীকদার বানিয়ে নিয়েছিল।

ঠিক আজকাল যেমন কোনো মানুষকে অথবা মূর্তিকে দেবতা বানানো হয় "গাউস" (ফরিয়াদ শ্রবণকরী) "দাতা", "বিপদ মোচনকারী", "গনজ বখশ", (গুপ্ত ধনভাণ্ডার) দানকারী ইত্যাদি।

মক্কার মুশরিক ও কুরাইশরাও আল্লাহকে সৃস্টিকর্তা হিসাবে মেনে নিত। কিন্তু তাঁর সাথে এমন অসংখ্য মূর্তি বানিয়ে তাদেরকেও শরীকদার মনে করতো এবং এ সমস্ত দেব-দেবী,সমাজপতি, রাষ্ট্রপতির পূজা অর্চনা করতো। নূহ (আ:) এর পরে আ'দ জাতি এ সমস্ত শিরকী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে অনাচার, জুলুম, নিপীড়ন ও অত্যাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এদেরকে সংশোধন ও সতর্ক করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা হুদ (আ:) কে প্রেরণ করেন।

বিভিন্ন সুরার উল্লেখিত আদ জাতি ও হযরত হুদ (আ:) এর দাওয়াত জাতির জওয়াব এবং পরিণামে সংক্রান্ত আয়াতগুলো কয়েকটি খণ্ডে পেশ করা হবে ইনশাল্লাহ।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u>

১. আদ জাতি প্রত্যাখ্যান করেছিল রাসূলদের।

আদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১২৩)

২. স্মরণ করো, তাদের ভাই হুদ তাদের বলেছিল, তোমরা কি সতর্ক হবে না?

তখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বললেনঃ তোমাদের কি ভয় নেই? (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১২৪)

৩. আমি তোমাদের প্রতি একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১২৫)

৪. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য করো।

অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১২৬)

৫. আমি তো তোমাদের সতর্ক করার এ দায়িত্ব পালনের জন্যে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না।

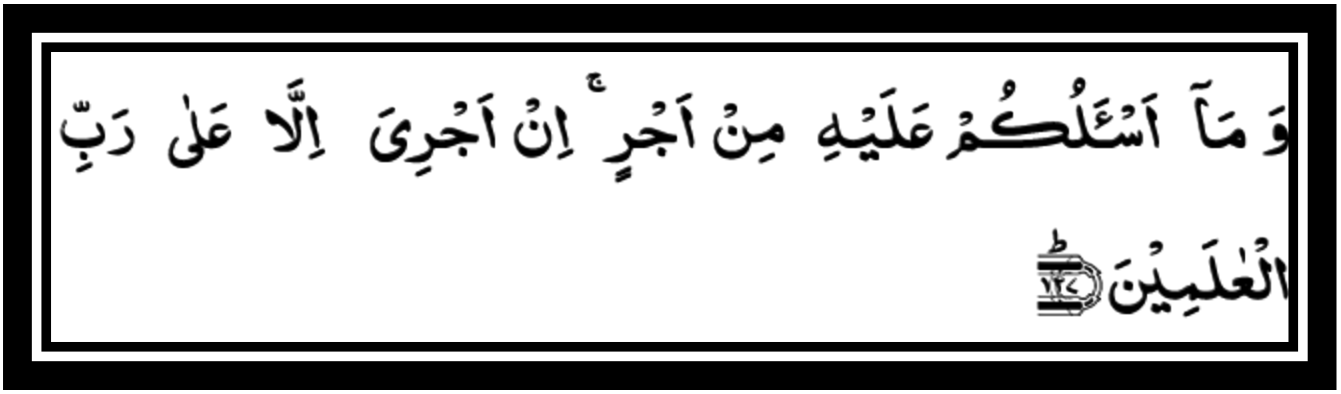

আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো পালনকর্তা দেবেন। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১২৭)

৬. তোমরা কেন প্রতিটি উঁচু স্থানে অনর্থক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছো।

তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মান করছ? (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১২৮)

৭. তোমরা এখন সব শৈল্পিক প্রাসাদ নির্মাণ করেছো যেন তোমরা এখানে চিরস্থায়ী হবে।

এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে? (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১২৯)

৮. যখন তোমরা ক্ষমতা পাও তখন স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করো।

যখন তোমরা আঘাত হান, তখন জালেম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৩০)

৯. সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত্য কর। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৩১)

১০. ভয় করো তাকে যিনি তোমাদের সব উত্তম সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেছেন যা তোমরা জানো।

ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে সেসব বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জান। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৩২)

১১. তিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন পশু সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে।

তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্তু ও সন্তান-সন্ততি। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৩৩)

১২. বাগ-বাগিচা ও ঝরনাধারা দিয়ে।

এবং উদ্যান ও ঝরণা। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৩৪)

১৩. আমি আশংকা করছি তোমাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় কোনো আযাব এসে পড়ার।

আমি তোমাদের জন্যে মহাদিবসের শাস্তি আশংকা করি। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৩৫)

১৪. তখন তারা বলেছিল, তুমি আমাদের ওয়াজ করো কিংবা না করো দুটোই সমান।

তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ নাই দাও, উভয়ই আমাদের জন্যে সমান। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৩৬)

১৫. আগেকার লোকদের এটাই (ওয়াজ করা বা উপদেশ দেয়াটাই) স্বভাব।

এসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস স্বভাব। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৩৭)

১৬. যাদের শাস্তি দেয়া হবে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾

আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৩৮)

১৭. এভাবে তারা হুদকে প্রত্যাখান করে, ফলে আমরাও তাদের ধ্বংস করে দেই। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে একটি নিদর্শন।

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم
مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

অতএব, তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে লাগল এবং আমি তাদেরকে নিপাত করে দিলাম। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (সূরাঃ আশ-শুআরা ২৬:১৩৯)

আদ জাতি ছিল উদ্ধত, দাম্ভিক স্বৈরাচারী। তারা অনেক অট্টালিকা, স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করেছিল। তারা মনে করেছিল সমস্ত ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, বাগ-বাগিচা, ঝরনাধারা, দালানকোঠা, স্মৃতিস্তম্ভ কখনো ধ্বংস হবে না। কখনও তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে না। তারা রাসূলের সতর্ক বাণী আমলে নেয় নি। বরং রাসূলকে অস্বীকার করে তাকে মিথ্যুক আখ্যায়িত করেছিল। তারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। সংশোধন হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই তাদেরই ছিল না। তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন এবং হুদ তার সাথীদেরকে নাজাত দান করেন।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা ধন-সম্পদ, প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষণস্থায়ী। এগুলো নিয়ে বড়াই করা নিতান্তই বোকামি। এগুলো আল্লাহর দান। যে কোনো সময় এগুলো আল্লাহ ছিনিয়ে নিতে পারেন। আসুন আমরা পরকালীন জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করি। ঈমান ও আমলে সালেহ করে দুনিয়ার জীবনে আমরা অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/